গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কপিরাইট কী?

মানব মন, সৃজনশীলতা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে যে মেধা সম্পদ সৃজিত হয়, মূলত: এর আইনগত স্বীকৃতি ও সুরক্ষার প্রয়োজনেই কপিরাইটের উদ্ভব। কপিরাইট দ্বারা মেধা সম্পদের ওপর প্রণেতার নৈতিক ও আর্থিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহঃ

সাহিত্য, কম্পিউটার সফট্ওয়্যার, মোবাইল অ্যাপস, কম্পিউটার গেইম, সংগীত, রেকর্ড (অডিও-ভিডিও), ই-মেইল, ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার, চলচ্চিত্র, নাটক, স্থাপত্য নকশা, কার্টুন, চার্ট, ফটোগ্রাফ, বিজ্ঞাপন (ভিডিও, অডিও, পোস্টার, বিলবোর্ডসহ অন্যান্য), স্লোগান, থিমসং (Theme Song), ফেসবুক ফ্যান পেজ (Facebook Fan Page), গ্রাফিক ডিজাইন, আর্টিস্টিক ইমেজ, স্কেচ, ভাস্কর্য, পেইন্টিংসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্ম এবং লোক সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ইত্যাদি ।

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের সাধারণ সুবিধা:

- নৈতিকভাবে আবহমানকাল ধরে মেধাসম্পদের প্রণেতা হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি;
- উত্তরাধিকারসূত্রে মালিকানা স্বত্ব নিশ্চিতকরণ;
- মেধা সম্পদ বিভিন্ন পন্থায় পুনরুৎপাদন, বিক্রয়, বাজারজাতকরণ, লাইসেন্স প্রদান এবং জনসম্মুখে প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার;
- মেধা সম্পদের কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ যে কোন আদালতে মালিকানা সংক্রান্ত উদ্ভূত জটিলতার ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসেবে কার্যকর;
- কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ মেধা সম্পদের অবৈধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক, ফৌজদারি ও দেওয়ানী আদালতে আইনগত প্রতিকার লাভে সহায়কীকরণ;
- বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ইউটিউবসহ বিভিন্ন ডিজিটাল মিডিয়ায় সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্র, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদি আপলোড অথবা অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ মালিকানা স্বত্বের প্রমাণক হিসেবে দাখিল করণ;
- প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি/ স্বকীয়তা তথা সুনাম (Goodwill) কে সুরক্ষা প্রদান;
- বাংলাদেশ বিশ্বমেধা সম্পদ সংস্থার সদস্য হওয়ায় কপিরাইট সনদ বিশ্বের যে কোন দেশে উক্তদেশের প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও নৈতিক অধিকার সংরক্ষন করণ;
- রেজিস্ট্রিকৃত কোন কর্ম যা বাংলাদেশে তৈরি হলে কপিরাইট লংঘিত হতো এরূপ কোন কর্মের বাংলাদেশের বাহিরে তৈরিকৃত অনুলিপি আমদানির বিরুদ্ধে কপিরাইট রেজিস্ট্রার এর নিকট নিষেধাজ্ঞা চাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে আমদানিকৃত লংঘিত অনুলিপি পাওয়া যেতে পারে এমন কোন উড়োজাহাজ, জাহাজ, যানবাহন, ডক বা আঙ্গিনায় প্রবেশ করা এবং অনুরুপ অনুলিপি পরীক্ষা করার ক্ষমতা কপিরাইট রেজিস্ট্রার বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তির রয়েছে (ধারা ৭৬);

CamScanner

কখন কপিরাইট বা রিলেটেড রাইট লংঘিত হয়?

কপিরাইট/রিলেটেড রাইটের বৈধ মালিক বা প্রণেতার অনুমতি বা লাইসেন্স ব্যতীত কিংবা কপিরাইট বোর্ডের ইস্যুকৃত লাইসেন্স ব্যতীত বা লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করে কেবল কপিরাইটের মালিকের অধিকার রয়েছে এমন কোন কাজ করলে তা কপিরাইট লংঘন হিসেবে বিবেচিত হবে।

কপিরাইট লংঘন হলে প্রতিকার ঃ

কপিরাইট লংঘন জনিত অপরাধ এর মামলা ফৌজদারি বা দেওয়ানী আদালতে দায়ের করা যায়। এছাড়াও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কপিরাইট অফিসে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

কপিরাইট লংঘনের শাস্তি ঃ

কপিরাইট আইন ২০২৩ এর ধারা ৮৪ হতে ১০৭ পর্যন্ত কপিরাইট লংঘন বিষয়ক বিভিন্ন অপরাধের দন্ডের বিধান রয়েছে। উক্ত ধারাসমূহের বিধানমতে কপিরাইট লংঘনের সবোর্চ্চ শাস্তি ০৫ (পাচঁ) বছর কারাদন্ড এবং দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড।

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতিঃ

বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে অনলাইন এবং ম্যানুয়্যাল দু'ধরনের রেজিস্ট্রেশন সেবা প্রদান করে থাকে।

i. ম্যানুয়েল পদ্ধতি ও সংযুক্তিসমূহ

১. সংশ্লিষ্ট ০২ (দুই) কপি কর্মসহ নির্ধারিত ফরমে (ফরম-২) পুরণকৃত আবেদনপত্র ০২ (দুই) কপি;

২. পাসপোর্ট সাইজের ০১(এক) কপি সত্যায়িত ছবি ;

৩. বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের সত্যায়িত ফটোকপি;

৪. সফটওয়্যার কর্মের ক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগিতা, শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে কর্মটির শৈল্পিক ব্যাখ্যা, সংগীত কর্মের ক্ষেত্রে গীতিকার, সুরকার ও কন্ঠশিল্পীর নাম উল্লেখসহ গানের তালিকা;

৫. বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংক লিঃ এর যে কোনশাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে ১০০০/- (এক হাজার) অথবা ১৫০০/-(পনের শত)টাকা ট্রেজারি চালান করে এর মূল কপি এবং ফটোকপি;

৬. কর্মটি মৌলিক, আদালতে কোন মামলা বিচারাধীন নেই এবং প্রদত্ত তথ্য নির্ভূল ঘোষণা সম্বলিত অঙ্গীকার নামা (কার্টিজ পেপার-এ লিখিত বা টাইপকৃত);

৭. কর্মের সঙ্গে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনাপত্তিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

৮. হস্তান্তরসূত্রে কপিরাইট স্বত্বের মালিক হলে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নোটারি পাবলিক দ্বারা সত্যায়িত কপিরাইট হস্তান্তর দলিল।

CamScanner

প্রতিষ্ঠানের নামে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের জন্য উল্লিখিত কাগজ পত্রের সঙ্গে অতিরিক্ত যে সকল কাগজপত্র দাখিল করতে হবেঃ

১. কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম (শেয়ারহোল্ডারদের মালিকানা স্বত্বের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা), ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটোকপি।

২. নিয়োগকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠান স্বত্বাধিকারী হলে সৃজনকারীকে প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত নিয়োগ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

স্বত্বনিয়োগ দলিল/চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রেশন ঃ

কপিরাইট আইন,২০২৩ এর ধারা ৫৪ অনুসারে কপিরাইট স্বত্ব হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতা মূলক। উক্ত ধারার বিধানমতে কপিরাইটের স্বত্ব প্রদানে আগ্রহী কোনো ব্যক্তিকে নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি প্রদান করে স্বত্ব প্রদানের মূল দলিল এবং এর অনুলিপি বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসে দাখিল পূর্বক দলিলটি কপিরাইট রেজিস্ট্রার কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

ii. অনলাইন পদ্ধতি ও সংযুক্তিসমূহ

১. বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের http://www.copyrightoffice.gov.bd ওয়োবসাইটে প্রবেশ করার পর "অনলাইন আবেদন" শীর্ষক অপশনে ক্লিক করতে হবে।

২. "অনলাইন আবেদন" শীর্ষক অপশনে ক্লিক করলে আপনি কপিরাইট অনলাইন রেজিস্ট্রেশন হোমপেইজ-এ "প্রবেশ করুন"-অপসনটি পাবেন।

৩. কপিরাইট অনলাইন রেজিস্ট্রেশন হোমপেইজ-এ প্রবেশ করে আপনি "প্রবেশ করুন" নামক অপশনে ক্লিক করলে লগইন পেইজ পাবেন। এখন লগইনের জন্য আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। "রেজিস্ট্রেশন করুন" বাটন ক্লিক করলে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণের প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন নাম, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, একবার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করলে ভবিষ্যতে আপনি Same ই-মেইল বা মোবাইল নম্বর এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অন্য যে কোন কর্মের আবেদন করতে পারবেন।

৪. রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার ই-মেইল কিংবা মোবাইল নম্বর এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করলে ফরম-২ বা আবেদনপত্রের প্রথম Page দেখতে পাবেন। এ Page এ আপনাকে ট্রেজারি চালান, স্বাক্ষর ও অঙ্গীকারনামার (কার্টিজ পেপারে সম্পাদিত) স্ক্যান কপি আপলোড করতে হবে এবং বিভিন্ন কলামে চাহিত তথ্য Fill-Up করতে হবে কিংবা অপশন অনুযায়ী নির্ধারিত বাটন সিলেক্ট করতে হবে।

৫. প্রথম Page সম্পন্ন হওয়ার পর "আপনি কি সংরক্ষণ করতে চান" অথবা "সংরক্ষণ করে অগ্রসর হউন" নামক দুটি অপশন পাবেন। "আপনি কি সংরক্ষণ করতে চান" অপশনে ক্লিক করে তথ্যগুলো সংরক্ষণ করতে পারবেন এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন বা এডিট করে আবেদন সম্পন্ন করতে পারবেন।

CamScanner

অথবা

"সংরক্ষণ করে অগ্রসর হউন" নামক অপশনে ক্লিক করলে আপনি আবেদন পত্রের দ্বিতীয় Page পাবেন। এখানে আপনাকে আপনার ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং কর্মের সফ্‌ট কপি (সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ভিজুয়াল পার্ট ও কর্মের ব্যবহার উপযোগিতার বিবরণ নির্ধারিত বক্সে উল্লেখ করার অপশন আছে) আপলোড করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কলাম পূরণ করতে হবে কিংবা প্রদত্ত অপশন থেকে নির্ধারিত বাটন সিলেক্ট করতে হবে। এছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে হস্তান্তর দলিল, ওয়ারিশ সনদ, সম্মতিপত্র, ট্রেড লাইসেন্স, মেমোরেন্ডাম-এর স্টেকহোল্ডাদের মালিকানা সত্বের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা, টিন সার্টিফিকেট, প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র এবং নিয়োগপত্রের স্ক্যানকপি আপলোড করতে হবে।

৬. যদি কোনো মন্তব্য থাকে তা উল্লেখ করে, "আপনি সনদ বাংলায় নাকি ইংরেজিতে চান" নির্ধারিত অপশনে ক্লিক করে সিলেক্ট করতে হবে।এরপর আবেদন ফি অনলাইন পেমেন্ট বাম্যানুয়েল ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা করতে হবে। আপনি আপনার সংরক্ষণের জন্য "সংরক্ষণ করুন" কিংবা দাখিলের জন্য "দাখিল করুন" অপশন সিলেক্ট করতে পারবেন।

৭. সংরক্ষণ করলে পরবর্তীতে আপনি আবেদনপত্র এডিট করে দাখিল করতে পারবেন। আর যদি দাখিল করেন তাহলে ছবিসহ আবেদনের কপি স্ক্রিনে ভেসে উঠবে। এটা আপনি প্রিন্ট অথবা ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করতে পারবেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ই-মেইল এবং মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রাপ্তিস্বীকার বার্তা পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

বাংলাদেশ কপিরাইট ভবন
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্লট নম্বর-এফ ২০/বি,
পশ্চিম আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর,
ঢাকা-১২০৭

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ ঃ

ই-মেইলঃ registrar@copyrightoffice.gov.bd
ওয়েবসাইটঃ www.copyrightoffice.gov.bd
Facebook ID: Bangladesh Copyright Office
ফোন : +৮৮-০২-২২৩৩১৪৮১৫,
Helpline : +88-01511-440044

"কপিরাইট নিবন্ধন মেধাসম্পদ সংরক্ষণ"

CamScanner